ভুখ-মিছিল

ভুখ-মিছিল

ও

অন্যান্য কবিতা

দিনেশ দাস

দি বুক এম্পোরিয়াম লিমিটেড

কলকাতা

প্রকাশক—বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ
দি বুক এম্পোরিয়াম লিমিটেড
২২।১, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলকাতা

প্রথম সংস্করণ
জুলাই, ১৯৪৪
আষাঢ়, ১৩৫১

মুদ্রাকর—ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, ওএলিংটন স্কোয়ার
কলকাতা

জ্যোতির্ময় রায়

বন্ধুবরেষু

ভুখ-মিছিল

ভুখ-মিছিল

এই আকাশ স্তব্ধ নীল।
কোনোখানেই
যুদ্ধ নেই
হেথা আকাশ রুক্ষ নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।

এখানে নেই টুকরো দূর-দিগন্তের
জ্বলন্ত
এখানে নেই আগুন-ফুল সে-বৃন্তের
ফলন্ত
হেথা আকাশ শুষ্ক নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।

ভু খ-মি ছি ল '

কোনোখানেই
যুদ্ধ নেই
তবু হাওয়ায় কিসের সুর
আহত আর মুমূর্ষুর
বিষণ্ণ
অন্ন নেই পণ্য নেই বিপন্ন।

আকাশে দাগ কোথাও নেই কঙ্কালের কলঙ্কের
অসংখ্যের।
খোলো নয়ন হে অন্ধ
এখানে আজ ঘোরেনা সেই মহাসমর কবন্ধ?
এই দারুণ ক্রন্দনেই
যুদ্ধ নেই? যুদ্ধ নেই?
তবু আকাশ স্তব্ধ নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।

পঞ্চাশে মন্বন্তর

দীর্ঘশ্বাসের মত এরা আসে
চোখের জলের মত এরা মুছে যায়,
এরা আসে এরা যায়—
মাটির সবুজ শিরা বেদনায় হয়েছে কি নীল ?
পৃথিবী কি অশ্রুতে হয়েছে ফেনিল ?

এরা আসে
ব্যথার বাষ্পের মত ফুলে ওঠে ঈশান আকাশে,
আসে কালো কুয়াসার মত
ম্লান অবনত,
তবু বারেবারে
চিরে যায় ছিঁড়ে যায় শানিত সূর্যের ক্ষুরধারে।

দীর্ঘশ্বাসের মত আসে,
চোখের জলের মত এরা মুছে যায়,
শিশিরের মত মোছে ঘাসের শয্যায়,

মাটির শ্যামল প্রাণ বেদনায় হ'য়েছে কঠিন ?
পৃথিবী কেঁদেছে কোনদিন ?

বন্যার হাওয়ার মত এরা হাহা করে
দুর্ভিক্ষের ঝড়ে,
আসে মন্বন্তরে
কৃমির উল্লাস নিয়ে শবের ভিতরে—
তবু এরা আসে
এগারশো ছিয়াত্তরে—তেরশো পঞ্চাশে।

ইস্পাহান

আমি তো খুঁজছি অহর্নিশ
আমার ক্ষেতের সোনার শীষ
গেল কোথায়?   সে কোন্‌খানে?
ইস্পাহানে?

ইস্পাহান তো বন্ধ্যা নয়—অবন্ধুর
প্রতি শাখায় শ্যামাঙ্কুর
লাল আপেল নীল আঙুর
সুপ্রচুর!

ইস্পাহানে
সিঁদুরে অধর নধর তন্বী নয়ন্‌ হানে,
গিনি-তরল দ্রাক্ষাসব অসাবধান
কী হবে সেখানে সোনালি ধান?

ইস্পাহানের পীত বাদাম কী ভঙ্গুর
লাল আপেল নীল আঙুর:
তবু আমার সোনার ধান
গেল কোথায়?   ইস্পাহান!

গ্লানি

বেঁচে আছি আমি
এর চেয়ে নেই লজ্জা নেই বড় গ্লানি।
আমার চতুর্দিকে রাত্রিদিন হাহাকার
মৃত আর মুমূর্ষুর ভিড়
তার মাঝে প্রাণের কলঙ্ক নিয়ে বহে চলি আদিম শরীর।
বেঁচে আছি আমি
এর চেয়ে নেই লজ্জা নেই বড় গ্লানি।

একদিন এই আমি
একহাতে বাঘের টুঁটি অন্যহাতে হাঙরের দাঁতে
বারবার তীক্ষ্ণ বিষ-বর্শার আঘাতে
জীবনের করেছি ঘোষণা, মৃত্যুকে উজোড়।
এই আমি বঙ্গোপসাগর তীরে
ছুড়েছি হাজার মুঠো বালির বছর
চক্‌চকে মুঠোমুঠো বালির জীবন—
কোথা সে সুন্দরবন?
সেই আমি সোঁদরবনের সন্তান
পথে পথে কেঁদে ঘুরি, কে কোথায় কর অন্নদান!

গ্লা নি

তবু বেঁচে আছি
নেই লজ্জা অপমান এর কাছাকাছি

আমার দু'পায়ে ঠেকে লাখো মৃতদেহ
তবুতো বহেছি প্রাণ নিঃসন্দেহ,
এদের অনেকে একদিন ঝরায়ে অনেক স্বেদজল
মাঠে মাঠে পুতে গেছে সোনার ফসল,
তাদের মুখের অন্ন মুখে তুলি আজকে যখন
মনে করি প্রাণপণ
আমার কি প্রাণ আছে ? যদি বেঁচে থাকি আমি—
এর চেয়ে নেই লজ্জা নেই বড় গ্লানি।

নববর্ষের ভোজ

মহাপ্রভু !
নতুন বছর আসল তবু
নেইকো ঘরে খুদের গুঁড়ো নেইকো কড়ি
কেমন ক'রে তোমায় রাজা তোয়াজ করি ?

না হয় হ'লেম দিন-ভিখারী
শূন্যহাতে তোমার কাছে আসতে পারি ?
এনেছি তাই তোমার ঘরে তৈরি-করা নতুন ভাবে
মহাপ্রভু গরম বোমার লাড্ডু খাবে ?

গরুর হাড়ে মানুষ-হাড়েও অবিকৃত
তোমার মাড়ি কঠিন হ'ল কঠিনতর,
এনেছি তাই বারুদ-রুটি রাশীকৃত
মহাপ্রভু আহার করো ! আহার করো

ডাস্টবিন

মানুষ এবং কুত্তাতে
আজ সকলে অন্ন চাটি একসাথে
আজকে মহাদুর্দিনে
আমরা বৃথা খাদ্য খুঁজি ডাস্টবিনে।

এই যে খুনে সভ্যতা
অনেক জনের অন্ন মেরে কয়েক জনের ভব্যতা
এগোয় নাকো পেছোয় নাকো অচল গতি ত্রিশঙ্কুর
হোটেলখানার পাশেই এরা বানিয়ে চলে আস্তাকুঁড়।

মহাপ্রভু! তোমার কৃপা অনন্ত
বৃষ্টি-ফোঁটা ঘিয়ের কড়ায় ফুটন্ত,
পিঁপড়ে পেল মানুষ-গলা শর্করা
তোমার কৃপা বুঝবে কি আর মূর্খরা?

আজ যে পথে আবর্জনার স্বৈরিতা
মহাপ্রভু! সবই তোমার তৈরি তা।
দেখছি বসে দূরবীনে
তোমায় শেষে আসতে হবে তোমার গড়া ডাস্টবিনে।

পাথর

আমার প্রাণের তটে কত শব ভেসে এল
কত শীর্ণ মৃতদেহ একে একে জমে থরে থরে,
এ-ভঙ্গুর প্রাণের কিনার
অগুন্তি মৃত্যুর ভারে বারেবারে নুয়ে নুয়ে পড়ে

আমার নিশ্বাসে আজ হাজার উত্তপ্ত শ্বাস
বুভুক্ষিত নিশ্বাসের ঝড়,
আমার প্রাণের হাওয়া ভারী হ'য়ে আসে
আমার প্রাণের মুখে যেন এক প্রকাণ্ড পাথর।

পাথর পাথর
আমার পাথর-তটে এক একটি কান্নার ঢেউ ঘোরেফেরে
অনেক কান্নার ঢেউ দমকা হাওয়ার মত
ভেঙে পড়ে করুণ-মন্থর
এখানে পাথর।
প্রাণের পানীয় নেই পাথর পাথর
নীচে শুধু ধু-ধু করে নুনে-বিষ মৃত্যুর সাগর।

আমার প্রাণের তটে কত শব ভেসে এল
উঁচু এক শবের পাহাড়,
আমার পাষাণ তটও বেদনায় নুয়ে নুয়ে পড়ে
ভেঙে পড়ে প্রাণের কিনার।

ভৈরব

প্রাণধারণের নির্মম হাহাকারে
ক্রান্তিকালের সূর্য ডুবেছে ক্লান্ত অন্ধকারে,
অমাবস্যার উদ্ধত অহমিকা
জ্বালো ভৈরব চল্লিশ কোটি প্রাণের প্রদীপ শিখা।

কৃষ্ণায়নের মৌন আকাশ হ'ক আজ ভাস্বর,
উজ্জ্বলতম অগ্নির স্বাক্ষর
লিখে যাক আজ কোটি কোটি কঙ্কাল,
তৃতীয় নয়নে প্রাণের মশাল জ্বালো জ্বালো মহাকাল।*

---

* অধুনালুপ্ত "ভৈরব" পত্রিকার জন্তে লেখা

দোল্না

আজকে ছোট দোল্নাখানি ঝুলিয়ে দাও
ঘুমের চামর বুলিয়ে দাও
জীবন দোলা ছুলিয়ে দাও।

নীল আকাশের নীলগুলি সব নিংড়ে আনো
নতুন মেঘের সজল কালো মনভুলানো
নিংড়ে আনো
হাজার কচি করুণ চোখে মেঘের কাজল বুলিয়ে দাও
ককিয়ে-ওঠা কান্নাগুলি ভুলিয়ে দাও
আজকে ছোট দোল্নাখানি ছুলিয়ে দাও।

আজকে দেশের এ-প্রান্তরে
তেপান্তরে
হাজার শত দেব্তা-শিশু ককিয়ে মরে
অনাবৃত অনাদৃত
জীবন্মৃত স্তূপীকৃত।

আজকে পথে নীড়-হারানো
হাজার হাজার নতুন জীবন কুড়িয়ে আনো
কুড়িয়ে আনো
হাজার কচি শুকনো চোখে মায়ার কাজল বুলিয়ে দাও
আজকে ছোট দোল্‌নাখানি দুলিয়ে দাও
কান্নাহাসির জীবনদোলা দুলিয়ে দাও।*

* 'সুমন্ত শিশু সদন"-এর উদ্বোধন উপলক্ষে লেখা

কাগজ

হাসতে দাও ! কাঁদতে দাও !
পোষমানানো টুক্‌রো কথা
আল্‌তো হাসি বিষণ্নতা
রঙিন খামে চঞ্চলতা
ছিনিয়ে নাও,
হৃদয় ভ'রে হাসতে দাও, কাঁদতে দাও !

আজকে মোছা সবুজ সোজা গাছের তোড়া
আকাশ-জোড়া,
আজকে জমি নক্সা-আঁকা কাগজ মোড়া
কাগজ পোরা,
কাগজ-গড়া ফুলের ভোজে
মৌমাছি মন তরল সোনা মধুই খোঁজে।
(তরল সোনা ? কোথায় সোনা ?
আজকে শুধু কাগজ দো'য়া কাগজ নো'য়া
কাগজ গোনা
কোথায় সোনা ? তরল সোনা ?)

ভু খ-মি ছি ল

আজ সকালে চায়ের বাটি পানের ডিবে
আবেগ আনে শিকার-কথা ডিটেক্‌টিভে,
দিব্যি তোফা সোফার বুকে
ম্যাপের গায়ে ভূগোল চিনি সকৌতুকে।

কাগজ-গড়া এ-সভ্যতা
কাগজ-ভরা মসৃণতা
ছিনিয়ে নাও! ছিনিয়ে নাও।
হাসতে দাও, কাঁদতে দাও!
বাঁচতে দাও, মরতে দাও!

আকাশ

আকাশের সঙ্গেতো কোনোদিন ছিল না বিরোধ,
এইতো পেলুম আমি সবুজ শস্যের মত অঢেল হাওয়ার স্রোত
সোনালি ধানের মত রোদ,
আকাশের সঙ্গেতো কোনোদিন হয়নি বিরোধ।

আকাশে কোথাও নেই যুদ্ধের সীমানা,
আমার আকাশ হ'তে কত যে অদ্ভুত কথা কত কি অজানা
ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসে টুপটাপ কথা কয় সব,
আমি তো তাদের চিনি তাদের করেছি অনুভব।

ওই তো গরুরা মাঠে চরে
পাখিগুলো ধান খোঁটে ঠোঁট রেখে মাটির উপরে :
এইভাবে কত প্রাণ আসে যায় মুছে যায় পৃথিবীর ঘাসে
চায়নি ওপরে তারা কোনোদিন চায়নি আকাশে।

আর আমি আদিগুহা হ'তে অনিমিখে
শুনেছি অগুস্তি তারা চেয়ে চেয়ে আকাশের দিকে,
আকাশ দিয়েছে ভাষা নতুন প্রত্যুষ
তাইতো মাটির প্রাণ হ'য়েছি মানুষ।

সে-আকাশ মুছে ফেলো
ইটের পাঁচিল তোলো গাঁথো বনিয়াদ
সেখানে উঠেছে না কি আগুন-গোলার মত চাঁদ
—একি পরিহাস!
আজিকে আমার নয় আমার আকাশ।

হাওয়াখানা

হাওয়াখানা চুপ্‌চাপ।

দূরে ওই দেখছ না
আকাশের লাঞ্ছনা ?
ওড়ে ওই ছেঁড়া কালো উড়্‌নি,
এলোমেলো
ঝড় এল ঝড় এল
ঘুরপাক্‌ খায় লাখ্‌ ঘূর্ণী।

তট ভাঙে ঝুপঝাপ।
হাওয়াখানা চুপ্‌চাপ।

ঢেউয়ের মতই ঝড় মোচ্‌ড়ায়
দুলে ওঠে ফুলে ওঠে আছ্‌ড়ায় পাছ্‌ড়ায়,
পাল ভাঙে হাল ভাঙে
ছেঁড়ে কাছি ছেঁড়ে মাঝি অস্থির
পড়ে তীর ওড়ে নীড় চৌচির।

দেয়ালের আড়ালেতে জমে ঘুম
হাওয়াখানা চুপ্‌চাপ নিঝ্‌ঝুম।

কান্না
পালকের মত বুক
ধুক্‌পুক্ ধুকপুক্
অসহায় কাৎরায় হাত্‌ড়ায়।
পিষে যায় মিশে যায়
ছোট ছোট কচিমুখ
ছোট ছোট চুনি আর পান্না
প্রাণ বলে, আর না! আর না!

তট ভাঙে পট ভাঙে দুপ্‌দাপ
হাওয়াখানা তবু চুপ, চুপ্‌চাপ।

একে একে তারা ফোটে রাত্রে
ভ'রে ওঠে আকাশের পাত্র,
তারার মতই কত
চক্‌চকে লাখো ক্ষত
আঁকা হ'ল এ-মাটির গাত্রে,
জানলনা কেউ কণামাত্র।

রাতের শিশির কাঁদে টুপটাপ,
হাওয়াখানা চুপ্‌চাপ
হাওয়াখানা চুপ্‌চাপ।

মন্বন্তর

কোনো কোনো অলস মিনিটে
আমিতো দিয়েছি ছুড়ে করুণার ছিটে
দিয়েছি অধুনা
ফুটো পয়সার মত ছোট ছোট সুলভ করুণা।

প্রাণের উচ্ছিষ্ট এই করুণার কণা
জীবন করেনা ক্ষমা,
রক্তের অক্ষরে
হাজার জীবন আজ হাজার জীবন দাবী করে

আমার এ প্রাণ কবে কোন্ অবকাশে
মেঘ হয়ে ছেয়ে যাবে সমস্ত আকাশে
বৃষ্টির ফলার মত হাঁটু গেড়ে বসে যাবে ধুলোর ভেতর
মুছে যাবে মনু-মন্বন্তর।

অন্যান্য কবিতা

কম্পাস

ভেঙে দাও কম্পাসের কাঁটা !
শতাব্দীর লৌহযন্ত্রে আঁটা
ভেঙে দাও কম্পাসের কাঁটা !
রাত্রির জোয়ার এল ছুটন্ত উধাও
কাঁটা ভেঙে দাও !

আমার জাহাজ
কম্পাসের শাসনেতে চলিবে না আজ
লক্ষ্যহীন ক্লান্তিহীন যাবে ভেসে ভেসে।
হয়তো একদা রাত্রিশেষে,
জাহাজের উজ্জ্বলন্ত সন্ধানী-আলোকে
নতুন দ্বীপের কোণ
জাগিয়া উঠিবে জানি চক্ষের পলকে
নতুন পৃথিবী যেথা রয়
বিস্ময় ! বিস্ময় ।

এখানে মেসিন চলে
ঘুরে চলে ইস্পাতের তীক্ষ্ণ চাকাগুলি
শানিত চাকার নীচে
উড়ে যায় লক্ষ লক্ষ নিরীহের খুলি

হাড়ের গুঁড়োয় প্রতিদিন
ইস্পাতের কালোযন্ত্র সাদা হয় নিষ্ঠুর কঠিন,
তবু হেথা মানুষে মানুষে হানাহানি
অক্ষমের অসহ্য গোঙানি,
এখানেতে হায়
অসহায় গুলি মারে—মরে অসহায়।

এখানে ? এখানে আর নয়
আমার পৃথিবী এতো নয়
নোঙর তুলেছি তাই অলক্ষ্যেতে আজ,
আমার জাহাজ
ছুটে যাক্ পিছে ফেলে বন্দরের বন্দী পরিখাটা,
ভেঙে দাও কম্পাসের কাঁটা !

প্রথম প্রকাশ—১৯৩৮

চীন : ১৯৩৭

বিস্ফোরণ।
কামানের বিস্ফোরণে বিদীর্ণ আকাশ !
জ্বলন্ত চীনের মেঘে খণ্ড খণ্ড এরোপ্লেন
টুক্‌রো টুক্‌রো মানুষের ধড় ।
বারুদ !   বুলেট ।
ধূমার্ত এসিয়া !

নানকিং !
নানকিং রাজপথে জ্ব'লে গেল আরণ্য পাইন
জ্ব'লে গেল পাইনের মত কত বিচিত্র প্রাসাদ ঃ
সাংহাই !
সাংহায়ের কঙ্কর প্রান্তরে
বিষ-বাষ্পে বিবর্ণ নিশ্চল
লক্ষ লক্ষ চীনশিশু—লক্ষ লক্ষ চীনের পুতুল !

হ্যাংকাও !
হোপাই !

ভুখ-মিছিল

হোপায়ের বিধ্বস্ত শিখরে
অসংখ্য রক্তের সূর্য অস্ত গেল :
বিস্ফোরণ !
জ্বলন্ত শেলের বিস্ফোরণে
হাজার বুদ্ধের মূর্তি ভেঙে গেল হাজার কুচোয়
বুদ্ধের করুণ কান্না শোনো নাই ?
জাপানের বুদ্ধ কাঁদে
এশিয়ার বুদ্ধ কাঁদে—শোনো নাই ?

প্রথম প্রকাশ—১৯৩৭

হাওয়া-ঘর ঃ ১৯৪২

অতলান্তিকে কোথায় উঠেছে ঝড়
কোন্ সাদা-দ্বীপে কালো ঝড় দেবে হানা
তারও ঢেউ আসে এখানে নিরন্তর
হাহাকার করে আমাদের হাওয়াখানা।

বঙ্গ-সাগরে ঘূর্ণীর মারী ওড়ে
সে-কথা বলে না আমাদের হাওয়া-ঘর
হে প্রভু জেনেছি আমরা অবাঞ্ছিত
তোমার জগতে আমরা অবান্তর।

তোমার বাগানে জংলা ঘাসের মত
নিষ্ঠুর হাতে করেছ উৎপাটিত
তবু তো এসেছি, এসেছি বারম্বার
রোমশ সবুজে হয়েছি রোমাঞ্চিত।

যতই এখানে বন্যার মত উঠুক ঘূর্ণীঝড়,
বলবে না তবু হে প্রভু তোমার উঁচু ওই হাওয়া-ঘর।

রক্ত-কুক্কুর

পুলিশ হাঁকে উচ্চকিতে
মানুষ চলে ট্র্যাফিক চলে ড্যালাউসিতে
মানুষ-ই তো
যন্ত্রযানের মতই যেথা নিয়ন্ত্রিত,
মোটরযান ও মানুষযানে
সমানতালে রাজপথেরি আইন মানে
ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মোড়ের বাঁকে
পুলিশ হাঁকে।

জীবন নিয়ে যন্ত্র নিয়ে এই যে বিরাট যান্ত্রিকতা
চাকায় ঘোরে মসৃণতা
আমরা যেন সেই মেসিনের ক্ষুদ্রতম
টুকরো সম
স্ক্রুয়ের মত নাটের মত নিছক ঘুরি নিঃসহায়
যন্ত্র প্রায়
রাত্রিদিন
কী মসৃণ! কী মসৃণ!

* * *

রক্ত-কুকুর

এই যে বৃহৎ যন্ত্র-জগৎ নিখুঁত জানি
স্ক্রুয়ের মত তুচ্ছতম তুমি ও আমি
তবুও দেখো একটা নাট্ও সরলে পরে
যন্ত্র কেন পিছ্‌লে পড়ে ?
একটা পেরেক যদিই ছোটে
যন্ত্র কেন বিগড়ে ওঠে ?

জানি হে জানি তুমি ও আমি স্ক্রুয়ের মত
নগণ্য ও অনুন্নত
তবুও দেখো হঠাৎ কবে এখান থেকে
রক্ত-কুকুর উঠবে ডেকে
বিপ্লবেরি রক্ত-কুকুর শিকল ছিঁড়ে
হানবে আঘাত ঘুমন্ত কোন্ শান্তিনীড়ে
গর্জনে তার দীর্ঘরাত
মুখর হবে অকস্মাৎ !

১৯৪১

সভ্যতা

ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ দুপুরবেলা
ঝিমোয় ঘুমোয় সহরতলী,
শাখা-ব্যাঙ্কগুলি ব্যাঙের মতই কোটরে ঢুকে
ক্লান্ত ট্রামের মন্থরতা
কোথাও একটা ঢিলে পাঞ্জাবি
কোথা আশ্বিন-মেঘের মতই সাড়ির কোণা।

সূর্য জ্বলে
ঝিমোয় ঘুমোয় নীড়গুলি সব নানান রঙের
দেয়ালে বসানো সবুজ জানলা
সবুজ চোখের ইসারা আনে,
ঝিমোয় ঘুমোয় মহানগরীর অনেকখানি।

একটু দূরেই গড়ের মাঠের সবুজ হাওয়া
গাছের ডগায় নতুন পাতার সবুজ আগুন
নীলচে সবুজ বাল্‌বগুলি যেন জ্বলতে থাকে
সহর শ্যামল! ধূসর কোথায়?

স ভ্য তা

সবুজ সহর ধূসর করো
এ সভ্যতা সফল করো
সহরতলীর নীড় ভেঙে করো হোটেলখানা
নতুন ক্লাইভ রাস্তা গড়ো
সবুজ সহর ধূসর করো !

যুদ্ধ

যুদ্ধ যারা আনল
পুঞ্জীভূত জঞ্জালেতে আগুন তারা জ্বালল,
আগুন যারা জ্বালল
তারাই পেল কবির বর-মাল্য।

আকাশজোড়া খোঁপার নীল স্বপ্নে
কামান যারা দাগল মহাযত্নে
প্রান্তরেরি সবুজ শাড়ি-প্রান্ত
ট্রেঞ্চে যারা খুঁড়ল অবিশ্রান্ত
ধন্য তারা ধন্য
তারাই আজি কবির চোখে মানুষ বলে গণ্য।

আমরা নহি বন্যা
কলের পোষা জলের মত জীবন জোরে বয় না,
বল্লমেরি প্রান্তে
যাইনি রুখে বঙ্গসাগর হানতে
শিকার শুধু লক্ষ্য
জীবন এবং মৃত্যুতে এক সড়্‌কির পার্থক্য।

সেকাল আজি স্বপ্ন
লাঙল চ'ষে কলম পিষে ভগ্ন
এখন সদা শঙ্কা
বঙ্গ-উপসাগর পারে মৃতের নাহি সংখ্যা
মরণ মহাবর্তে
কেমন ক'রে জীবনটাকে জিইয়ে রাখি মর্তে।

তাইতো ভাবি যুদ্ধ যারা আনল
পুঞ্জীভূত জঞ্জালেতে আগুন তারা জ্বালল
আগুন যারা জ্বালল
তারাই পেল কবির বর-মাল্য।

১৯৪২

পৃথিবী অনেক বড়

পৃথিবী অনেক বড় এখানে ক' কোটি লোক ?
তবুও লড়াই করে যত আহাম্মক
স্থান আরো চাই।
যুদ্ধ বাধে আর ওড়ে মৃত্যুর হাওয়াই।

আজকে আকাশ জুড়ে মহাসমরের মহামারী
এই যুদ্ধে আমরা আজ জিতি কিম্বা হারি
একথা চরমতম নয়,
আজকে আমার প্রশ্ন
কেন হবে বারবার বর্বর এই অভিনয় ?

আহাম্মকের ক্রুর আকাঙ্ক্ষায়
এ-পৃথিবী বারেবারে চিড় খায় ট্যাঙ্কের চাকায়,
ফাটা রেকর্ডের মত পৃথিবীটা ঘুরে চলে
আমার গানের পিন বেধে গেছে হঠাৎ ফাটলে
বারেবারে ঘুরে ঘুরে একঘেয়ে এককথা কয়
কেন হবে বারবার বর্বর এই অভিনয় ?

পৃথিবী অনেক বড়
জলাভূমি মাঠ করো
জঙ্গল হাঁসিল হক ভেঙেচুরে পিষে।
প্যারাস্যুটে নেমে পড়ো
তিব্বতে বসতি করো
বীজ বোনো কিরঘিজ স্টেপিসে।

পৃথিবী অনেক বড়
বিজ্ঞানের আলো তুলে ধরো!

বামপন্থী

দক্ষিণ দিক্ যত ইঙ্গিত দিক
দক্ষিণ হাওয়া দিক যত হাতছানি,
সে-পথে বন্ধু হবে জানি রাহাজানি
উল্‌টো সড়কে চ'লো ঠিক নির্ভীক।

দক্ষিণ পথে মেলে যদি দক্ষিণা
ভেবে দেখো তবু সেই পথ ঠিক কিনা,
আমাদের পথ নয় জেনো দক্ষিণে
বামপথ নিও চিনে।

দাম—এক টাকা

প্রচ্ছদ : শৈল চক্রবর্তী